পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত ডেঙ্গু পরিস্থিতির পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত সমূহ

স্থান ঃ নগরায়ণ, সল্টলেক, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৪ **তারিখ ঃ ১৭/১১/২০২২**

১) প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের ডেঙ্গু বিজয় অভিযানে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

২) সপ্তাহে ১ দিন কাউন্সিলাররা তাঁর নিজের ওয়ার্ডে সাফাইকর্মী নিয়ে নিবীড় পরিদর্শন করবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

৩) ওয়ার্ড ভিত্তিক কাউন্সিলারদের পরিদর্শনের নির্ঘন্ট পৌরসভা থেকে সুডাকে অগ্রিম জানিয়ে রাখতে হবে।

৪) সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করতে হবে।

৫) পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন / সমষ্টিগত মালিকানাধীন সকল অব্যবহৃত জলাশয় বা ফাঁকা জমি চিহ্নিতকরণ ও নথিভুক্ত করতে হবে।

৬) জনবসতি এলাকায় গবাদি পশুর খাটাল করা যাবে না।

৭) পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন ১৯৯৩ এর অধীনে ৩৩৩ ধারা / পৌরনিগম আইন ২০০৬ এর অধীনে ২৪৩ ধারা / হাওড়া পৌরনিগম আইন ১৯৮০ এর অধীনে ১৫৯-এ ধারাঅনুসারে নোটিশ জারি করা যাবে। সংশ্লিষ্ট পৌর আইন অনুযায়ী ১.০০০ টাকা থেকে ১.০০.০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে নোটিশের বয়ান সুডা থেকে সমস্ত পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে।

৮) মালিক পক্ষ ব্যবস্থা না নিলে সংশ্লিষ্ট আদালতে কেস দাখিল করা যাবে।

৯) ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কর্তব্যে গাফিলতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পৌরসভার আধিকারিক বা কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১০) ইতিমধ্যে পৌরসভা থেকে উদ্যোগ নিয়ে এইসব অব্যবহৃত জলাশয় ও ফাঁকা জমি পরিষ্কার করা এবং স্থায়ী সাইন বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া শুরু হয়েছে।

১১) ব্যক্তিগত মালিকাধীন বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলে এবং মালিকপক্ষের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ করা না গেলে প্রয়োজনে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে তালা ভেঙে পরিষ্কার করতে হবে এবং পুনরায় নতুন তালা বন্ধ করে সেই চাবি থানায় গচ্ছিত রাখতে হবে।
সমগ্র প্রক্রিয়াটির Video করে রাখতে হবে।

১২) কোনো অবস্থাতেই পৌর এলাকায় ফগিং করা যাবে না।

১৩) বিশেষভাবে বস্তি এলাকায় নজরদারি চালাতে হবে।

১৪) কোথাও কারোর জ্বর হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। ডাক্তারের পরামর্শ মতন পরীক্ষা করাবেন এবং পৌরসভার কল সেন্টার মারফৎ রোগীর স্বাস্থ্যের নজরদারি রাখবেন।

১৫) পৌরসভা থেকে ফোন মারফৎ দিনের শেষে রোগীকে তাঁর রিপোর্ট জানিয়ে দিতে হবে।

১৬) কোথাও কোনো রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে পৌরসভা থেকে সকল প্রকার সাহায্য করতে হবে।

১৭) প্রতিটি ডেঙ্গু রোগীর বাড়িতে 'Patient Follow up Card' দিতে হবে। পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন রোগীর বাড়ীতে যাবেন ও রোগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্য এই কার্ডে নথিভুক্ত করবেন।

১৮) পৌরপ্রধান / উপ-পৌরপ্রধানের পৌরহিত্যে প্রতিদিন বোরো / ওয়ার্ড স্তরে রিভিউ মিটিং করতে হবে।

১৯) সুডা থেকে প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মীকে পরিচয় পত্র এবং জ্যাকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২০) কোথাও কোনো প্রয়োজন হলে অবশ্যই সুডাতে যোগাযোগ করবেন।

(ফিরহাদ হাকিম)